‘তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ’-এর
আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও

তাফসীরে উসমানী

১ম খণ্ড

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামি আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ. (১২৬৮-১৩৩৯ হি.)

[সমস্ত কুরআনের তরজমা এবং সূরা ফাতিহা, বাকারা ও নিসা-এর তাফসীর]

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. (১৩০৫-১৩৬৯ হি.)

[সূরা আলে ইমরান ও মায়েদা থেকে নাস পর্যন্ত সূরাসমূহের তাফসীর]

'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর

আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও

তাফসীরে উসমানী ১ম খণ্ড

অনুবাদ

অধ্যাপক মাওলানা গিয়াসুদ্দীন আহমদ

খলীফা, হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হক্কী রহ. ও
হযরত মাওলানা আব্দুল হক দামাত বারাকাতুহুম

সম্পাদনা

হযরত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম দা.বা.
শাইখুল হাদীস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, ঢাকা।

তাকরীয্

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা.বা.

বিস্তারিত ভূমিকা

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক দা.বা.
আমীনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা।

বিস্তারিত নিরীক্ষণ, শিরোনাম সংযোজন ও হাদীস-রেওয়ায়েতের তাখরীজ

মাওলানা সাঈদ আহমদ বিন গিয়াসুদ্দীন আহমদ

উস্তায, উলূমুল হাদীস বিভাগ, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা।

প্রকাশনায়

রা রাহনুমা প্রকাশনী™

'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও

তাফসীরে উসমানী ১ম খণ্ড

মূল	শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ. শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.
অনুবাদ	অধ্যাপক মাওলানা গিয়াসুদ্দীন আহমদ
সম্পাদনা	মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
তাকরীয্	শাইখুল ইসলাম মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
বিস্তারিত ভূমিকা	মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
বিস্তারিত নিরীক্ষণ	মাওলানা সাঈদ আহমদ বিন গিয়াসুদ্দীন আহমদ
প্রথম প্রকাশ	জুলাই ২০২২
সর্বস্বত্ব	অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ ডিজাইন	মুহারেব মুহাম্মাদ
ইনার বিন্যাস	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ	জনপ্রিয় কালার প্রিন্টার প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০।
বাঁধাই	আয়েশা বুক বাইন্ডিং ২৭ রূপচাঁদ দাস লেন, ঢাকা ১১০০, মোবাইল : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯
একমাত্র পরিবেশক	**রাহনুমা প্রকাশনী** শোরুম ১ : ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা শোরুম ২ : কওমী মার্কেট, ১ম তলা, ৬৫ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য ঃ ২৪০০.০০ (দুই হাজার চারশ টাকা মাত্র)

TAFSIRE USMANI
by Professor Mawlana Giasuddin Ahmad. Published & Marketed by : Rahnuma Prokashoni.
Price : MRP. 2400.00, US $ 25.00 only. E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com, www.rahnumabd.com

ISBN : 978-984-93859-7-7

সূচিপত্র

১. শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম এর তাক্রীয (এই অনুবাদগ্রন্থ সম্পর্কে)—০৮

২. শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রাহ.-এর মূল্যায়ন—১০

৩. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম এর বিস্তারিত ভূমিকা—১৬

৪. ভাষাবিজ্ঞানী ড. কাজী দীন মুহম্মদ রাহ.-এর মূল্যায়ন—২৫

৫. মূল (উর্দূ) তাফসীরে উসমানী সম্পর্কে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম ও মনীষীবৃন্দের কিছু মূল্যায়ন ও অভিমত—৩০

৬. অনুবাদকের মুখবন্ধ—৩৫

৭. নিরীক্ষকের দু'টি কথা—৪০

৮. 'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর মূল 'মূযিহুল কুরআন'-এ তরজমাতুল কুরআনের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হযরত শাইখুল হিন্দ রাহ.-এর বক্তব্যের সার-নির্যাস—৪৭

৯. তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ ও তাফসীরে উসমানী সম্পর্কে কিছু উপকারী তথ্য—৫২

১০. আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ.-এর স্বহস্তে লিখিত তাফসীরে উসমানীর পাণ্ডুলিপির ছবি—৫৫

সূরা নং	পারা	নাম ও পৃষ্ঠা
(১)	১	সূরা ফাতেহা—৫৯
(২)	১-৩	সূরা বাকারা—৬১
(৩)	৩-৪	সূরা আলে ইমরান—২২৯
(৪)	৪-৬	সূরা নিসা—৩৬৭
(৫)	৬-৭	সূরা মায়েদা—৪৮৫
(৬)	৭-৮	সূরা আন'আম—৫৯৬
(৭)	৮-৯	সূরা আ'রাফ—৬৮৭
(৮)	৯-১০	সূরা আনফাল—৭৯৮
(৯)	১০-১১	সূরা তাওবা—৮৪৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূচনা-পর্ব

এতে রয়েছে—

১. শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম এর তাক্‌রীয (এই অনুবাদগ্রন্থ সম্পর্কে)

২. শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রাহ.-এর মূল্যায়ন

৩. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম এর বিস্তারিত ভূমিকা।

৪. ভাষাবিজ্ঞানী ড. কাজী দীন মুহম্মদ রাহ.-এর মূল্যায়ন।

৫. মূল (উর্দূ) তাফসীরে উসমানী সম্পর্কে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম ও মনীষীবৃন্দের কিছু মূল্যায়ন ও অভিমত।

৬. অনুবাদকের মুখবন্ধ।

৭. নিরীক্ষকের দু'টি কথা।

৮. 'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর মূল 'মূযিহুল কুরআন'-এ তরজমাতুল কুরআনের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হযরত শাইখুল হিন্দ রাহ.-এর বক্তব্যের সার-নির্যাস।

৯. তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ ও তাফসীরে উসমানী সম্পর্কে কিছু উপকারী তথ্য।

১০. আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ.-এর স্বহস্তে লিখিত তাফসীরে উসমানীর পাণ্ডুলিপির ছবি।

❖ **[তাফসীরে উসমানীর পরিচিতি, বৈশিষ্ট্যাবলি, উপকারী দিকসমূহ ইত্যাদির জন্য বিশেষভাবে দেখুন–**

পৃ– ৮, ১৬-১৮, ৩০-৩৪, ৩৭-৩৮, ৪৫-৪৬, ৫২-৫৩]

শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা. বা.-এর

তাক্‌রীয (মূল্যায়ন)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

শাইখুল ইসলাম হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির 'তাফসীরী ফাওয়াইদ' যা 'তাফসীরে উসমানী' নামে পরিচিত, উর্দূ ভাষায় কুরআনে কারীমের তাফসীরের মহামূল্যবান সম্পদ। তাফসীরটি উর্দূভাষী পাঠকের কাছে আল্লাহর অনুগ্রহে অনেক প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত এবং জনসাধারণ ও আলেম উভয় শ্রেণির জন্যই সমানভাবে উপকারী।

হযরত মাওলানা প্রফেসর গিয়াসুদ্দীন আহমদ ছাহেব মুদ্দা যিল্লুহুম এই মহান তাফসীরের বাংলা অনুবাদের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন, যা এখন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। বান্দা বাংলা ভাষা না জানার কারণে অনুবাদটি থেকে উপকৃত হতে পারছে না, কিন্তু মুহতারাম অনুবাদকের ইলমী মাকামের প্রতি দৃষ্টি রেখে আশা করি যে, এটি শুধু নির্ভরযোগ্য অনুবাদই নয়, বরং অতি উত্তম অনুবাদ হবে। আর মুহতারাম অনুবাদক সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে অনুবাদটি যুগের খুবই নির্ভরযোগ্য আলেমগণের খেদমতে পেশ করে তাদের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়েছেন। অতএব পূর্ণ আশা রাখি, ইনশাআল্লাহ বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য এটি হবে মহা মূল্যবান তোহফা।

মূল উর্দূ তাফসীরটিকে আল্লাহ তাআলা যেমন ব্যাপক উপকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন, তেমনি এই বাংলা অনুবাদটিকেও উপকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা দান করুন এবং হযরত উসমানী রাহ. ও অনুবাদক উভয়ের জন্য একে আখেরাতের পাথেয় বানিয়ে দিন, আমীন। আল্লাহ তাআলাই তাওফীক দেওয়ার মালিক।

বান্দা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী উফিয়া আনহু
দারুল উলূম করাচি

মূল উর্দূ তাক্‌রীয

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ وکفیٰ وسلام علیٰ عبادہ الذین اصطفیٰ

امابعد:

شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے فوائد تفسیریہ جو "تفسیر عثمانی" کے نام سے مشہور ہیں، اردو زبان میں تفسیر قرآن کریم کا عظیم سرمایہ ہیں۔ ان کی یہ تفسیر اردو داں حلقوں میں بفضلہ تعالیٰ اتنی مشہور اور مقبول ہے اور خاص و عام سب کے لئے یکساں مفید۔

حضرت مولانا پروفیسر غیاث الدین احمد صاحب مدظلہم نے اس عظیم تفسیر کا بنگلہ زبان میں ترجمہ فرمایا ہے جو اب شائع ہونے جا رہا ہے۔ بندہ بنگلہ زبان سے ناواقفیت کی بنا پر اس سے استفادہ تو نہیں کر سکا، لیکن فاضل مترجم مدظلہم کے علمی مقام کی بنا پر امید ہے کہ یہ ترجمہ نہ صرف صحیح، بلکہ بہترین ہوگا۔ فاضل مترجم مدظلہم نے غایتِ احتیاط کے لئے اپنے اس ترجمے کو اہم علمائے وقت کی خدمت میں پیش کر کے ان کی تائید بھی حاصل کی ہے، اس لئے پوری توقع ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ بنگلہ زبان کے قارئین کیلئے یہ ایک اعلیٰ درجے کا تحفہ ہوگا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی طرح نافعیت اور مقبولیت عطا فرمائیں جس طرح اصل اردو تصنیف کو عطا فرمائی، اور اسے حضرت مؤلف و مترجم دونوں کے لئے ذخیرۂ آخرت بنائیں۔ آمین۔ واللہ سبحانہ ولی التوفیق۔

بندہ
محمد تقی عثمانی عفی عنہ
۸ شوال ۱۴۲۲ھ

دارالعلوم کراچی ۱۴

শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রাহ.-এর মূল্যায়ন

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

অনুবাদক সম্পর্কে

১

উনিশ শতকের হিন্দুস্তানের প্রখ্যাত দুইজন আলেম শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান রাহ. ও শাইখুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ.-এর প্রণীত 'ফাওয়ায়েদে উসমানী' তাফসীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ মাঝে মাঝে পড়ে দেখলাম। 'তাফসীরে উসমানী' শীর্ষক এই তাফসীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেছেন মাওলানা গিয়াসুদ্দীন আহমদ। সূচনাতেই পাঠকবৃন্দের নিকট তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করে নিতে চাই। কেননা, যাঁরা তাকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হিসাবে চিনেন, তাঁরা বলতে পারেন, 'তিনি তো একজন কলেজ-শিক্ষক, কুরআনের তরজমা ও তাফসীর অনুবাদে তার কী অধিকার?' এ সম্বন্ধে বলতে গেলে, তিনি প্রথম জীবনে মাদরাসারই ছাত্র ছিলেন এবং আমাদের লালবাগ জামিয়া কুরআনিয়ায় অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসাবে প্রথমে 'হেদায়াহ' কিতাব পর্যন্ত পড়েছিলেন। তিনি আরবী সাহিত্যে এমন পারদর্শী ছিলেন যে, অল্প বয়সেই তিনি আরবী ভাষায় চমৎকার বক্তৃতা করতে পারতেন। আমার আরবী সাহিত্যের ক্লাসে তিনি ছিলেন অসাধারণ।

আল্লাহ তাআলার কুদরত, তখন অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে তার পিতামাতার ইন্তেকাল হয়ে যায়। দেশের বাড়িতে তাকে ছাড়া তার বোনদের মাহরাম ও মুরব্বী বলতে কেউ ছিল না। তাই তাকে মাদরাসা ছেড়ে বাড়ি চলে যেতে হয়। বাড়ির কাছে কোন বড় মাদরাসা না থাকায় তার শাইখ হযরত হাফেজ্জী হুযুর রাহ. তাকে মাদরাসা ছাত্রের সুরত ও সীরাত ঠিক রেখে হাইস্কুলে পড়ার অনুমতি দেন। সে অনুযায়ী তিনি স্কুলে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করতে থাকেন। তিন বছর পর ১৯৫৮ সনে তিনি কৃতিত্বের সাথে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। সেই সাথে বড় বোনের বিবাহ ও ছোট বোনদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে তিনি আবার ঢাকায় চলে আসতে সমর্থ হন। তখন তার মধ্যে মাদরাসা ছাত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে আমিই বললাম, 'তুমি তো ভালই আছ, অতএব আধুনিক ধারার লেখাপড়া শেষই করে ফেল। আমাদের আধুনিক ও ইসলামী উভয় ধারারই শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন আছে।' অতএব আমাদের পরামর্শে তিনি ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। একই সঙ্গে তিনি বিকাল বেলায় এসে আমার নিকট কুরআন শরীফের তরজমা পড়তে আরম্ভ করেন।

আই. এ. পাশ করার পর তিনি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে বি. এ. অনার্স ও এম. এ. পাশ করেন। এর পর ঢাকায় মিরপুর বাঙলা কলেজে তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন, সেই সঙ্গে মাদরাসায় তার অসমাপ্ত পড়ার কাজ সমাপ্ত করায় লেগে যান। এই উদ্দেশ্যে তিনি লালবাগ মাদরাসার কাছাকাছি বাসা নেন। এবং সুদীর্ঘ সাত আট বছর ধরে একজন অসাধারণ পড়ুয়া ছাত্রের ন্যায় শিক্ষকতার পাশাপাশি কুরআন ও হাদীসের পাঠ সমাপ্ত করেন। মাদরাসায় তাকে মেশকাত শরীফ পড়ানোর দায়িত্ব পড়ে আমার উস্তাদ মরহুম মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ (মুহাদ্দিছ ছাহেব হুযুর) রাহ. ও আমার উপর। তিনি নিয়মিত ক্লাস করে মেশকাত শরীফের পাঠ কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করেন। এর পর তিনি প্রথমে এক বছরে মুহাদ্দিছ ছাহেব হুযুরের নিকট তিরমিযী শরীফ এবং পরবর্তী বছর আমার নিকট বুখারী শরীফ সমাপ্ত করেন।

২

তার কুরআনুল কারীমের অধ্যয়ন ছিল বিস্ময়কর। লালবাগ মাদরাসায় ছাত্র জীবনে তিনি কুরআনের তরজমা প্রথমে ক্লাসে পড়েন। তার পর হযরত হাফেজ্জী হুযুর রাহ. এর নিকট ধারাবাহিকভাবে পড়েন। এর কিছু দিন আগে তিনি লালবাগ মাদরাসার বর্তমান মুহাদ্দিস মাওলানা আবদুল হাই–এর নিকট কুরআন-হাদীস ছাড়া অন্যান্য বিষয়ও নতুনভাবে পড়েন। উল্লেখ্য যে, তিনি 'রঈসুল মুফাসসিরীন' মরহুম মাওলানা দীন মুহম্মদ খান রাহ.-এর নিকট কুরআনের তরজমা-তাফসীর পাঠ সমাপ্ত করেন। মাওলানা আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। তিনি আমাকে একদিন জামাতা গিয়াসুদ্দীন আহমদ সম্পর্কে বললেন, 'ও তো না বুঝে এক আয়াতও এগুতে চায় না। ও-ই একমাত্র ছাত্র, যে সাহস করে ক্লাসে প্রশ্ন করে। অন্য কারো এই হিম্মত হয় না।' মরহুম মাওলানা খান ছাহেব রাহ. এর নিকট তার অধ্যয়ন শেষে আমি জানতে পারলাম, সমগ্র কুরআন অধ্যয়নে তিনি একদিনও গায়র-হাযির ছিলেন না। কিছু দিনের মধ্যে তিনি মরহুম মাওলানার নিকট থেকে কুরআন অধ্যয়নের সনদও লাভ করেন।

আমি কুরআন-হাদীসের অধ্যয়নে এরূপ কঠোর পরিশ্রম ও সাধনায় মনোনিবিষ্ট খুব কম ছাত্রই পেয়েছি। মরহুম মুহাদ্দিছ ছাহেব রাহ. ও আমার নিকট হাদীস অধ্যয়নকালে তিনি ক্লাসে আমাদের প্রদত্ত ভাষণ হুবহু লিখে রেখেছিলেন। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে বলতে দ্বিধা নেই যে, আল্লাহ তাআলা তাকে চারটি ছেলে-সন্তান দান করেছেন। আর তাঁরই অশেষ রহমতে চারটিকেই তিনি হাফেজ ও আলেম বানিয়েছেন। তারা সবাই বিভিন্ন মাদরাসায় কুরআন ও হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত আছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পিতার লিখিত আমাদের প্রদত্ত সেই নোটগুলি তাদের হাদীস অধ্যাপনার কাজে প্রয়োগ করছে।

কুরআন-হাদীসের সাধারণ অধ্যয়ন সমাপ্তির পর গিয়াসুদ্দীন আমার নিকট নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে কুরআনের তরজমা ও তাফসীর পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তার সঙ্গে লালবাগ মাদরাসার দুজন দক্ষ উস্তাদও তার সহপাঠি হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাদের সবার ঐকান্তিক বাসনা ও উৎসাহ দেখে আমি তাদের পড়াতে শুরু করি। পড়ানোর শুরু থেকেই আমি লক্ষ করলাম, আয়াতের অর্থ পরিষ্কার বোঝার উদ্দেশ্যে গিয়াসুদ্দীন আহমদ

আয়াতের বাক্যবিন্যাস বা তরকীব না বুঝে সামনে অগ্রসর হতে চাইতেন না। আর এও একটি আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনি উস্তাদদের নিকট যাই কিছু পড়তেন, তা সাথে সাথে নোট করে ফেলতেন। কুরআনের বর্তমান অনুবাদ কর্মে সেই নোটগুলি খুব কাজে লেগেছে বলে তিনি আমাকে জানিয়েছেন।

কুরআনের তরজমা ও তাফসীরের বাংলা অনুবাদক গিয়াসুদ্দীন আহমদের 'বিশ্বস্ত' ও 'বিশ্বাসযোগ্য' হওয়ার বিষয়ে দুটি কথা বলে এ আলোচনা শেষ করি। আমার শ্রদ্ধেয় অভিভাবক উস্তাদ মরহুম মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রাহ. এর ভাষায় 'বিশ্বস্ত' বলা হয় তাকে, যার আগে থেকে কুরআন-হাদীসের খেলাফ মতবাদ নেই। আর 'বিশ্বাসযোগ্য' বলা হয় তাকে, যার সবদিক দিয়ে পূর্ণ জ্ঞান ও যোগ্যতা আছে, যেন তিনি চৌদ্দশত বছর আগের আরবী ভাষায় লিখিত মূল বিষয়টি নিজে হৃদয়ঙ্গম করে বর্তমান যুগের মানুষকে অবিকলরূপে যেমনটি তেমন বুঝিয়ে হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দিতে পারেন।' আলহামদুলিল্লাহ! আমার স্নেহের (মাওলানা) গিয়াসুদ্দীন আহমদ উল্লিখিত উভয় গুণে গুণান্বিত।

প্রসঙ্গত, ছাত্রজীবন থেকেই তিনি দীনি বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন। হযরত ফরিদপুরী রাহ. তাকে খুব স্নেহ করতেন এবং লেখার প্রতি উৎসাহিত করতেন। একদা একটি বিশেষ বিষয়ে কয়েকজন লেখকের মধ্যে তার লেখাই (আজাদ) পত্রিকায় ছাপা হওয়ায় হযরত খুশি হয়ে তাকে পুরষ্কৃত করেন। অতএব তাফসীর গ্রন্থের অনুবাদ কর্মে তার যোগ্যতায় আমাদের আস্থা রয়েছে। আমি তাকে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দোয়ার ফসলই মনে করি।

৩

অধিকন্তু কুরআন-হাদীসের খেদমতের ব্যাপারে লেখকের তাকওয়া ও আল্লাহ-প্রেমের প্রশ্ন আসে। এ বিষয়ে আপন সন্তান সম্পর্কে খুব বেশি বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তবু বলতে হয়, তিনি মরহুম হযরত হাফেজ্জী হুযুর রাহ.-এর হাতে বাইআত হন এবং আত্মসংশোধনের সুযোগ পান। তাঁর ইন্তেকালের কিছু দিন পর তাঁর সুযোগ্য খলীফা মাওলানা আবদুল হক ছাহেব গিয়াসুদ্দীন আহমদকে খেলাফত দান করেন। অতঃপর মাওলানা আবদুল হক ছাহেবই তাকে আত্মসংশোধনের পূর্ণতার উদ্দেশ্যে হযরত হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ.-এর সর্বশেষ খলীফা হযরত মাওলানা আবরারুল হক রাহ.-এর সাহচর্য অবলম্বনের পরামর্শ দেন। তিনি তাই করেন এবং হযরত রাহ.-এর হাতে তার আত্মসংশোধনের প্রক্রিয়া অল্প সময়ে প্রায় পূর্ণতায় পৌঁছে। তখন হযরত আবরারুল হক ছাহেব রাহ. গিয়াসুদ্দীন আহমদকে 'খেলাফতে বাইআত' প্রদান করেন।

অতএব, প্রিয় গিয়াসুদ্দীন আহমদ আল্লাহ তাআলার রহমতে সকল দিক দিয়েই উল্লিখিত কাজের যোগ্য প্রমাণিত হন। আল্লাহ তাআলা এই কাজকে কবুলিয়াতের মর্যাদা দান করুন এবং আমাদের সকলকে এর ছওয়াবের ভাগী করুন। আমীন।

অনুবাদগ্রন্থ সম্পর্কে

১

আলোচ্য 'তাফসীরে উসমানী' গ্রন্থ সম্বন্ধে একটু কথা আছে। আমি মাত্র বুখারী শরীফের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার কাজ শেষ করেছি, এমন সময় আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত হাফেজ্জী হুযুর রাহ. আমাকে কুরআনের বাংলা তাফসীরের কাজে হাত দেওয়ার কথা বললেন। কিন্তু লালবাগ জামিয়া কুরআনিয়াসহ একাধিক মাদরাসায় বুখারী শরীফের অধ্যাপনা, একই সঙ্গে বিভিন্ন নতুন মাদরাসা প্রতিষ্ঠার কাজ এবং নানাবিধ সাংসারিক ব্যস্ততা থাকায় কুরআনের তাফসীরের কাজে হাত দিতে সাহস পাইনি।

এ সবই গিয়াসুদ্দীন আহমদের জানা। তিনিই একদিন আমাকে বললেন, 'আরবী ভাষার বাগ্‌ধারার অনুসরণে কুরআনের একখানি বিশুদ্ধ বাংলা অনুবাদসহ তাফসীরগ্রন্থ রচনা করা একান্ত প্রয়োজন। আর এ কাজ আপনার হাতেই সঠিক ও যুগোপযোগী হবে। কিন্তু আমরা জানি, একনিষ্ঠভাবে এ কাজ করার সময় আপনার হবে না। তবে আপনি তো শাইখুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ.-এর বিশিষ্ট ছাত্র। তাঁর কাছেই দীর্ঘ দু'বছর বুখারী শরীফের তালীম নিয়েছেন। তাঁরই পাঠ অনুশীলনের আলোকে বুখারী শরীফের অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। আপনার সেই উস্তাদেরই মকবুল ও প্রাণপ্রিয় তাফসীরগ্রন্থ 'ফাওয়ায়েদে উসমানী' মওজুদ রয়েছে। আলাদা তাফসীর রচনার তুলনায় এর বাংলা অনুবাদে আপনার সময় খুব কম লাগবে।'

কিন্তু আমি জানি, উর্দূ তরজমা দেখে বাংলা অনুবাদ করলেই কুরআনের বিশুদ্ধ অনুবাদ হবে না এবং তাতে কুরআনের হকও আদায় হবে না। বরং কুরআনের বিশুদ্ধ অনুবাদের জন্য কুরআনের কঠিনতম তরকীব (বাক্যবিন্যাস) এবং আরো বহু দিকের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি দিতে হবে। তার জন্য সময় বের করাও আমার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তাই আমি তার সামনে এরও অক্ষমতার ইঙ্গিত দিলাম। তখন তিনি নাছোর হয়ে বললেন, 'আমি যদি আপনার সহকারী হিসাবে কাজ করি এবং অভিধান ও ব্যাকরণের নিয়ম মেনে উর্দূ মূলপাঠের বাংলা অনুবাদ আপনার সামনে পেশ করি, তাহলেও কি এই মহৎ কাজে সময় দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভবপর হবে না?'

তার এ কাজের প্রতি আগ্রহ দেখে আমি বললাম, 'তুমি সূরা ফাতেহার তরজমা ও তাফসীরের বাংলা অনুবাদ করে নিয়ে এসো।' আমার নির্দেশ অনুযায়ী কাজটি করে নিয়ে এলে দেখলাম, লেখাটি বিশুদ্ধ ও নিখুঁত হয়েছে। এর পর আমি তাকে কাজ শুরু করার অনুমতি দিলাম।

২

গিয়াসুদ্দীন আহমদ যখন 'ফাওয়ায়েদে উসমানী'-এর অনুবাদ শুরু করেছেন, গ্রন্থের শুরু থেকেই তিনি তরকীব বা বাক্যবিন্যাসের কাজ সমাধা করেছেন।

আয়াতের অনুবাদ করার সময় তিনি ব্যাকরণের জন্য যেসব গ্রন্থের শরণাপন্ন হয়েছেন, তার মধ্যে কাজী ছানাউল্লাহ পানিপত্তী রাহ. রচিত 'তাফসীরে মাজহারী', ব্যাকরণবিদ আবুল বাকা রাহ. রচিত 'ইরাবুল কুরআন' ও অধুনা লিখিত নয় খণ্ডে সমাপ্ত মুহিউদ্দীন দরবেশ রাহ.-এর 'ইরাবুল কুরআন' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরো কিছু কিতাব থেকে উল্লিখিত বিষয়ে তিনি সাহায্য নিয়েছেন।

কুরআনুল কারীমের অভিধানের ব্যাপারে প্রখ্যাত হিন্দুস্তানী আলেম মাওলানা আবদুর রশীদ নুমানীর 'লুগাতুল কুরআন' গ্রন্থখানি থেকে তিনি প্রচুর সাহায্য নিয়েছেন। আর কুরআনের বিখ্যাত আরবী অভিধান 'মুফরাদাতে ইমাম রাগেব' গ্রন্থখানি তিনি তার যৌবন বয়সেই সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করেছিলেন।

৩

মূল তরজমাকারী হযরত শাহ আবদুল কাদের রাহ.-এর তরজমার যত গুণ, সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য তাঁর উত্তরসূরী হযরত শাইখুল হিন্দ রাহ. মূল উর্দূ তরজমা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, বাংলা অনুবাদক গিয়াসুদ্দীনও সেসব দিকের প্রতি খেয়াল রেখে অনুবাদ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, কালামে পাকের ক্ষেত্র বা বিষয়ের ভিন্নতায় কোন কোন শব্দের আভিধানিক মূল অর্থ ঠিক রেখে উর্দূ তরজমায় বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। ফলে কুরআনের মর্ম ও উদ্দেশ্য বুঝতে সহজ হয়েছে। বাংলা অনুবাদেও সেদিকে লক্ষ রেখে অনুবাদ করা হয়েছে। মোটকথা, মূল তরজমায় যেসব সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, বাংলা অনুবাদেও সে সবের প্রতি দৃষ্টি রেখে কাজ করা হয়েছে।

অনুবাদকের দুই যুগেরও বেশি সময়ের সাধনায় 'তাফসীরে উসমানী' বাংলা অনুবাদখানি ব্যাকরণগত, অভিধানগত ও বাগধারার দিক থেকে বাংলা ভাষায় একখানি বিশুদ্ধ ও অনুপম অনুবাদ হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন।

৪

অনুবাদখানির ভাষাগত উৎকর্ষ সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, অনুবাদক গিয়াসুদ্দীন আহমদ সর্বদা প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী ড. কাজী দীন মুহম্মদ ছাহেবের সাহায্য পেয়েছেন। কয়েক পারা তিনি নিজে সম্পাদনা করে অনুবাদকের সমস্ত পুস্তক সুন্দর, সাবলীল বরং নিখুঁত করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন। অনুবাদক সে অনুসারে কাজ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এতে আশা করা যায়, সমগ্র গ্রন্থের প্রকাশভঙ্গি বাংলা বাগধারার মোতাবেক হয়েছে। আমার পরম বন্ধু ড. কাজী দীন মুহম্মদ ছাহেবের আরবী শিক্ষার কথা অনেকেই জানেন না। আমার মনে হয়, এতটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ইসলামী একাডেমী, বর্তমান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের 'আল-কুরআনুল কারীম' বাংলা অনুবাদ গ্রন্থখানিতে তাঁর অবদানই সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। আরবী ভাষার সমার্থক বাংলা শব্দাবলী চয়নে ও নির্বাচনে তাঁর জুড়ি মেলা অসম্ভব। তিনি কুরআনের অনুবাদে পূর্বসূরী বিজ্ঞ আলেমদের তাফসীর ও প্রামাণ্য আরবী

অভিধান অনুসরণ করে বাংলা অনুবাদ করেছেন। এতে কুরআনের সঠিক অর্থ, মর্ম ও তাৎপর্য প্রকাশে তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর তা এজন্য যে, তিনি তো প্রাথমিক জীবনে মাদরাসায়ও অধ্যয়ন করেছেন এবং আরবী ও উর্দূ ভাষায় পারদর্শী হয়েছেন। 'তাফসীরে উসমানী' গ্রন্থখানির কাজে এমন একজন বিরল প্রতিভা ও যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তিত্বের সহায়তা পাওয়া দুর্লভ সৌভাগ্য ছাড়া আর কী হতে পারে! আল্লাহ তাআলা তাঁকে এ কাজের অফুরন্ত ছওয়াবের দ্বারা পুরস্কৃত করুন! আমীন!

আজিজুল হক
৩০/০৫/০৯
(শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রাহ.)